মূল ৭

কলঙ্কিনী নদী

কলঙ্কিনী নদী

আমি শুধু শুধুই আমার সোনার বাংলার অবুঝ ছেলেদের বকাঝকা করলাম!

ছোট্ট একটা দেশ, জাপানের সাথে তুলনা করলে তিন ভাগের এক ভাগ, ভারতের সাথে তুলনা করলে ছাব্বিশ সাতাশ ভাগেরও অধিক হবে, চীন, আমেরিকার সাথে আর তুলনা করলাম না। অথচ, এই দেশটাতেই এতগুলো দলের সমাহার? আর এতগুলো দল থেকে যদি, দেশের কিছুই না হলো, এত দল থেকে কি লাভ?

থাক, এ ব্যাপারে আর কথা বলতে চাইনা। কেননা, দেশ গড়ার কথা বলাতে জয় নামের এক ভদ্র তো রাগ করে বলেই ফেললো, *আবারো সেই পুরনো গল্প? বিড়ালের গলায় তাহলে ঘন্টাটা?*

এবার আসি অন্য প্রসংগে। দীর্ঘদিন আগে রায়হান সাহেব নামের এক ভদ্রলোক, *আস্তিকতা ও নাস্তিকতা : একটি বিশ্লেষন*, নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। চৌদ্দ পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ এক প্রবন্ধ। সময়ের জন্যে, পুরোটা না পড়েই, একবার চোখ বুলিয়ে ব্যাক্তিগত ভাবে মেইল পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম, *একটু গড়মিল আছে।*

নাহ, রায়হান সাহেবের বিরোধিতা করার জন্যে এই লেখার উদ্দেশ্য নয়। ভদ্রলোক খুবই ভালো লেখেন। এবং মাঝে মাঝে হাস্যরস মিশিয়ে হাসানোর চেষ্টাও করে থাকেন, যা আমি পারিনা। অথচ, আমার ঐ গড়মিল মন্তব্যটি করার পেছনে যা কারন, তা হলো, তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটিই আমার বোধগম্য হয়নি। অনুমান করে নিলাম, একজন নাস্তিককে আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে, ইনিয়ে বিনিয়ে বিভিন্ন যুক্তিবিদ্যার যুক্তি সহ, বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এত সব যুক্তির প্যাচে, তিনি নাস্তিকের পক্ষে বললেন, না আস্তিকের পক্ষে বললেন, সেটাই পরিস্কার হলোনা আমার কাছে। তাই লিখেছিলাম, কিছুটা গড়মিল আছে।

আমি ব্যাক্তিগত ভাবে কি, তা বলবোনা। প্রয়োজনও নেই। তবে দুটো উদাহরন দেবো।

এক:

ধরুন, আমি দীর্ঘদিন ধরে যাকে আমার বাবা বলে জানি, বিশ্বাস করি, তার কারন হলো, আমার মা সহ, সমাজে তাকে সবাই স্বীকৃতি দিচ্ছে বলে। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে কখনো মায়ের কাছে প্রশ্ন করিনা, সত্যিই ঐ লোকটা আমার বাবা কি না? কেননা, এটাই আমার বিশ্বাস। আর আমার এই বিশ্বাসকে যদি কেউ নষ্ট করতে, কেউ যদি এসে আমাকে বলে, তুমি যাকে এতদিন তোমার বাবা বলে জানছো, সে আসলে তোমার বাবা না! তাহলে আমি কি করবো? যদি আমি খুব বদ মেজাজী হয়ে থাকি, তাহলে রেগে গিয়ে, তাকে গালাগাল সহ, মারধোর করতেও দেরী করবোনা। আর যদি শান্তিপূর্ন একটা সমাধান করতে চাই, তাহলে তাকে একটা নিছক পাগল বলে হেসে, উড়িয়ে, সামনে থেকে দূর হ, বলে বিদায় করবো। কেননা, সে এমনি এক লোক, যে আমার এত দিনের মূল্যবান একটা বিশ্বাসকে নষ্ট করেছে।

এটাই স্বাভাবিক এবং আমার বিশ্বাস অন্য যে কেউ হলেও ঠিক এমনটি করতো। আর যদি না ই করে থাকে, তবে সে নির্বোধ,

দুই:

এবার ধরুন, আমি যাকে এতদিন ধরে আমার বাবা বলে জানি, সে সত্যিই আমার বাবা নয়। সামাজিক কোন জটিলতার কারনে, আমাকে ছোটকাল থেকেই জানানো হয়েছে যে, সে আমার বাবা। অথচ, আমার সত্যিকারের বাবা অন্য কেউ। যে কি না, আমার বুঝার বয়স হবার পর বাবার দাবী নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তখন আমি কি করবো?

প্রথম কথোপকোথনেই তাকে আমি প্রতারক, পাগল বলে অভিহিত করবো। এবং সে ক্ষেত্রে, আমার সত্যিকারের বাবার উপর আস্থাটি নেই বলেই ধরে নেয়া হবে। আর, সাথে সাথে, ধীরে ধীরে আমার মনে সংশয়তার উদয় হবে। ইনিয়ে বিনিয়ে হলেও, মায়ের কাছে সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করবো। আর যদি মায়ের কাছে কোন সঠিক তথ্য না পাই তাহলে ভিন্ন ধরে হলেও উঠে পরে লাগবো।

ব্যাপারটি অন্যদের বেলায়ও অনুরূপ। আর যদি কেউ করে না থাকে, তাহলে তাকেও আমি নির্বোধ বলবো।

আমার সত্যিকারের বাবার প্রতি যে আমার অনাস্থা, এটি কিন্তু আমার অপরাধ নয়। কারন, তাকে স্বীকৃতি দেবার মতো কোন পরিবেশ আমার ছিলোনা। তবে, সেক্ষেত্রে সহযোগীতা করতে পারে শুধুমাত্র আমার মা। তিনিই তৈরী করতে পারেন, আমার সত্যিকারের বাবার উপর আস্থা আনার মতো একটা পরিবেশ।

এবার মূল কথায় আসি। এবং আমার মূল লেখার অন্য পর্বে যদি এগুলো লিখেও থাকি, তাহলে পুন: পুন: লিখার জন্যে দুঃখিত।

সাধারন মানুষদের মাঝে, যারা নিজেদের নাস্তিক বলে দাবী করে থাকেন, তাদের কখনো আমি দোষ দিইনা। কেননা, আমাদের মতো এমন অনেক অনেক আস্তিকদের মাঝে, আস্তিকতার কোন বৈশিষ্ট খোঁজে পাচ্ছেনা তারা। তাই অনেকটা পারিপর্শ্বিকতা আর সৃষ্টিকর্তার উপর রাগ করে, অভিমান করে বলে থাকেন, সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু নেই।

আর বিজ্ঞানীদের কথা আলাদা। তারা তাদের সৃষ্টি(তত্ত্ব)কে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই কিছু যুক্তি দিয়ে থাকেন। সেটি ডারউইনের মতবাদই হউক আর নিউটনের গতিসূত্রই হউক। সেই তত্ত্বে যদি ভুল থাকে, তবে আরেকটি যুক্তি দিয়েই তাকে খণ্ডন করতে হবে। যদি তা যুক্তিযুক্ত হয়, বিজ্ঞান তাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। কারন, বিজ্ঞান যারা স্বীকৃতি দেয়, তারা আমাদের মতোই মানুষ। বিজ্ঞানে হাস্যরসের স্থান নেই। ঠিক ধর্ম একই রকম। সেখানেও রয়েছে যুক্তির সমাবেশ।

তাই বলছি, কোনটিই হাস্যরস করে নয়।